যুগান্তর

তারিখ ..01 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৭৬ ... কলাম ... ৭ ...

অধ্যক্ষ মোঃ হাফিজউদ্দিন (বাঁয়ে), ঢাকা সিটি কলেজের মূল ফটক

ঢাকা সিটি কলেজ নৈশ কলেজ থেকে আজ সেরা শিক্ষালয়

মুশতাক আহমদ

সিনেমা হলের দর্শকদের চাঁদার টাকায় গড়ে তোলা হয়েছিল বিজনেস স্টাডিজের জন্য দেশসেরা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা সিটি কলেজ'। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠার পর একযুগ শেওলার মতো শুধুই ঘুরে বেড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। কখনও ঢাকা কলেজ আবার কখনও আজিমপুরের ইস্ট এন্ড হাই স্কুলে চলে এর ক্লাস কার্যক্রম। এ অবস্থা চলে ১৯৫৭ থেকে। ১৯৭০ সালে অবসান ঘটে সংগ্রামী অধ্যায়ের। চাঁদার ফান্ডে ধানমন্ডির বর্তমান ক্যাম্পাসের জমিটুকু কেনা হয়। তখন একতলার একটি পুরনো ভবন আর টিনশেডই ছিল সম্বল। ক্রমে দিন যায়, আর বাড়তে থাকে শিক্ষার্থী সংখ্যা। সৃষ্টি হয় আপন ইতিহাস-ঐতিহ্য। পরিণত হয় বাণিজ্য শিক্ষার অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানে। ঢাকা সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল 'ঢাকা সিটি নাইট কলেজ'। ১৯৫৭ সালে শুধু নৈশ কলেজ হিসেবে যাত্রা করে এটি। তৎকালীন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার খান বাহাদুর আব্দুর রহমান, মঈনউদ্দিন আহমেদ প্রমুখের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলেজটি। কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ হাফিজ উদ্দিন বলেন, তখন মেট্রিক পাস করলেই চাকরি মিলত। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকেই চাকরিতে ঢুকে যেত। ফলে নৈশ কলেজের খুব প্রয়োজনীয়তা ছিল। স্বাধীনতার পর নৈশ শাখা তুলে দেয়া হয়। তিনি জানান, যে বছর কলেজটিতে ধানমন্ডির বর্তমান ক্যাম্পাসে স্থায়ী হয়, সে বছরই তিনি লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। পরে ১৯৭৭ সালে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান। সিটি কলেজ মূলত সারাদেশে কমার্স বা বিজনেস স্টাডিজের জন্য সুপরিচিত। যে কারণে বিশেষ করে বিজনেসে যারা ভালো করতে চায়, তারা আসে এই প্রতিষ্ঠানটিতে। অধ্যক্ষ বললেন, তাদের কলেজের নিজস্ব

থেকে : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৭

● শনিবার : শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ

থেকে : আজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও শিক্ষাদান পদ্ধতি রয়েছে। তবে যারা পড়তে আসেন, তাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাফল্যের পেছনে বেশ কাজ করে। এসএসসিতে ন্যূনতম ভালো ফলাফলের অধিকারী না হলে কাউকে ভর্তি নেয়া হয় না। শুরু থেকে কমার্সের বিষয় থাকলেও ১৯৭৭ সাল থেকেই কলেজটিতে এইচএসসিতে বিজ্ঞান শাখা চালু রয়েছে।

কলেজটিতে বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১০ হাজার। এর মধ্যে ৪ হাজার ২শ' উচ্চ মাধ্যমিক শাখায়। এদের শিক্ষাদানের জন্য ১৭০ জন স্থায়ী শিক্ষক ছাড়াও প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিথি শিক্ষক রয়েছেন। কলেজের ২টি প্লটে মোট ৪টি ভবন রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ছেলে ও মেয়ে নির্বিশেষে বিজ্ঞান, মানবিক ও বিজনেস স্টাডিজের আলাদা সেকশন রয়েছে। মোট সেকশন ৩৮টি সেকশন। প্রতি সেকশনে ৭০জন করে শিক্ষার্থী রয়েছে। একাদশ শ্রেণীতে প্রতিবছর বিজ্ঞানে ৭৭০ জন, বিজনেস স্টাডিজে ১৭৫০ এবং মানবিকে ১৪০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

কলেজে এইচএসসি পর্যায়ে বিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজ ও মানবিক শাখা রয়েছে। ডিগ্রি পাস এবং অনার্স প্রোগ্রাম রয়েছে। বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স; ইংলিশ এবং অ্যাকাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিংয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম রয়েছে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে আদর্শ মানুষে পরিণত করা হয়। সে লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড নিয়মিত পরিচালিত হয়। তবে কলেজের নিজস্ব মাঠ না থাকায় এদিকে কিছুটা সমস্যাই হয় বলে জানালেন অধ্যক্ষ। এছাড়া রোভার স্কাউটের কার্যক্রম রয়েছে।

অধ্যক্ষের নিচতলার অফিসে বিশাল তিনটি অনার বোর্ডে স্কুলের সাবেক কৃতী ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা শোভা পাচ্ছে। ১৯৭০ সালে স্থায়ী ক্যাম্পাসে শুরু হয় ক্লাস। পরের বছরই বদরুদ্দীন আহমেদ নামে এক ছাত্র বিএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে কলেজকে সারাদেশে আলোচনায় নিয়ে আসেন। তিনি পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৫ সালে আবদুল মান্নান বিকমে প্রথম, শাহরিয়ার হোসেন দ্বিতীয় আখতার হোসেন ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ২০০৪ সালে বিকমে ২০টির মধ্যে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থসহ ৮ জন বোর্ড স্ট্যান্ড করেন।

তবে এইচএসসিতে আলোড়িত সাফল্যের ধারাটা শুরু হয় একটু বিলম্বে। ১৯৮৪ সালে রেজাউল করিম (বাণিজ্য, চতুর্থ) ও স্বপন কুমার ভদ্র (ষষ্ঠ) নামে দু'ছাত্র বোর্ড স্ট্যান্ড করে। পরের বছর শাহ মুহাম্মদ ইখতিয়ার কবির (বাণিজ্য, চতুর্থ), ইব্রাহিম হোসেন (বাণিজ্য ষষ্ঠ), তৌফিক-উর-রহমান (বাণিজ্য, সপ্তম) এমএম জিল্লুর রহমান (বাণিজ্য, নবম) ও রফিক রাজ্জাক (বাণিজ্য, দশম) বোর্ড স্ট্যান্ড করলে কলেজের পরিচিতি ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ভালো ভালো ছাত্রছাত্রীর সমাগম ঘটতে থাকে কলেজে। যদিও পরের বছর সালাউদ্দিন নামে মাত্র এক ছাত্র বোর্ড স্ট্যান্ড করে। কিন্তু এভাবে ৮৭ সালে ২ জন, ৮৯ সালে ৬ জন, ৯০ সালে ৬ জন, ৯১ সালে ৪ জন, ৯২ সালে ৭ জনসহ ২০০২ সাল পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীরা বোর্ড স্ট্যান্ড করে। কলেজের সবচেয়ে আলোচিত ফলাফল ছিল ২০০১ সালে। ওই বছর ২য়, ৩য়, ৪র্থসহ মোট ১৪ জন বোর্ড স্ট্যান্ড করেছিল। জিপিএ পদ্ধতি চালুর পর প্রথম বছর (২০০৩ সালে) কেউ জিপিএ-৫ পায়নি এই কলেজ থেকে। পরের বছর অবশ্য ৮৬ জন এই সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করে।

অধ্যক্ষ কলেজটি প্রতিষ্ঠার পেছনের কথা প্রসঙ্গে বলেন, স্কুলের জন্য ঢাকার বলাকা, আনন্দ, মুনস্টার, শ্যামলী, মুন, গুলিস্তান, জোনাকি, মধুমিতাসহ ঢাকার প্রায় হলেই চাঁদা তোলা হয়েছে দর্শকদের কাছ থেকে। টাকার অভাবের কারণে ভৈরবের সারুলিয়া থেকে বালু, নারায়ণগঞ্জের পাগলা থেকে ইট ও পাথর এবং তেজগাঁও থেকে রড কেনেন শিক্ষকরা নিজেরাই। প্রতিষ্ঠানটি তিনি তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। বর্তমান অবস্থা দেখে তার গর্ববোধ হয়। তিনি বলেন, পরিশ্রম, একাগ্রতা, সততা আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা থাকলে সাফল্য ধরা দেবেই। সেটাই ঘটেছে সিটি কলেজের ক্ষেত্রে।